দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা, চোরাচালান, সন্ত্রাস ও নাশকতা, মানব পাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে কক্ষে এই মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা লীলিমা আক্তার হ্যাপী, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকতা তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দর্শনা থানা বিএনপি’র সমন্বয়কারী হাবিবুর রহমান বুলেট, উপজেলা জামায়াত ইসলামীর আমীর নায়েব আলী, সেক্রেটারী জেনারেল আবেদ-উদ-দৌলা টিটনসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিজিবির ক্যাম্প কোম্পানির কমান্ডারবৃন্দ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

সভায় বক্তারা দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সন্ধ্যার পর পড়াশোনার টেবিলে না বসে অযথা বাইরে দোকান পাশারীতে ঘুরাঘুরি, রাতে বিভিন্ন অনৈতিক চিহ্নিত স্পটে বসে আড্ডা দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। জুন ক্লোজিং এর নামে পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত বিল কষে টাকা নেওয়া, উপজেলার ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু এন্ড কোং -এর শ্রমিক নির্বাচন না হওয়া এবং সীমান্ত এলাকায় মাদক ও স্বর্ণ চোরা চালান বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এবং উপরোক্ত সমস্যাবলী সমাধানকল্পে করণীয় সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

গাংনীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট বাধাগ্রস্ত শিশু বিদ্যালয়ের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২১ জুন) দুপুরে বিদ্যালয় মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক অফিসার তুলসী কুমার পাল। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনামুল হক।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার।

অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে ১৩টি হুইলচেয়ার ও একটি ওয়াকার বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।
পরে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে স্কুলের পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুরে ডুবে ফাহিম হোসেন (৮) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে।

নিহত ফাহিম হোসেন জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জাহিদ হোসেনের ছেলে এবং স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

আজ মঙ্গলবার (১৭ জুন) বেলা দুইটার দিকে পুকুরে ডুবে মারা যায় শিশুটি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, কয়েকজন শিশু স্কুল মাঠে ফুটবল খেলছিল। অসাবধানতাবশত ফাহিম পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর তার মরদেহ পানিতে ভেসে উঠলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, দুই বছর আগে একই গ্রামের সাব্বির হোসেন নামের এক ব্যক্তি একই পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিলেন।

গাংনীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ; গণপিটুনি দিয়ে যুবককে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শাকিল হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটলেও সন্ধ্যার দিকে ধর্ষক শাকিলকে আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। শাকিল চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আবদাল হকের ছেলে ও এক সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি তার বাবার জন্য চাঁদপুর গ্রামের দাইড়ির মাঠে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেশীয় তৈরি অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে গলায় ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে, পরবর্তীতে বিষয়টি ওই শিশু তার পরিবারের সদস্যকে জানালে স্থানীয়রা যুবক শাকিলকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষক শাকিলকে উদ্ধার করে থানা পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভিকটিম ওই শিশুকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় চার শিশু শিক্ষার্থী আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার টেংরামারী-শিবপুর সড়কের হিরি গাড়ির মাঠে ট্রলি ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল হিফজ-এর চারজন শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩ জুন) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার শিবপুর গলাকাটা মোড় থেকে টেংরামারী শুটিং মোড়ের মধ্যবর্তী স্থানে, হিরি গাড়ি মাঠের মেহগনি বাগানের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত শিশুরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার ভবানন্দপুর গ্রামের সোহেল রানার ছেলে ইব্রাহিম, টেংরামারী গ্রামের হাফিজুল ইসলামের ছেলে হুসাইন(৭), জাহিদ হাসানের ছেলে মাহিম (৭) ও বাবুল হোসেনের ছেলে

সিয়াম (৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনা কবলিত ইজিবাইকটি ভবানন্দপুর ও টেংরামারী এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শুটিং মোড় হয়ে কেদারগঞ্জে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসার উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে হিরি গাড়ির মাঠে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলির সঙ্গে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ঘটনায় ইজিবাইকের চালক অক্ষত থাকলেও, গাড়িতে থাকা শিশু শিক্ষার্থীরা আহত হয়। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গুরুতর আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর আইডিয়াল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বাইজিদ হোসেন বলেন, “খবর পেয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের খোঁজখবর নিচ্ছে। যাদের অবস্থা একটু গুরুতর ছিল, তাদেরকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষকরা সার্বক্ষণিকভাবে তাদের পাশে রয়েছেন এবং মাদ্রাসা থেকে নিয়মিত খোঁজ রাখা হচ্ছে।”

তিনি আরও জানান, বর্তমানে সব ছাত্রই মোটামুটি ভালো আছে।

মুজিবনগরে শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার বিকেলে মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইনে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিশু অধিকার, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকার সুফল, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া উপদেশ মূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইনে আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ৩৬৫ জন ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে নারী-শিশুসহ ১৯ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মুজিবনগরে নারী ও শিশুসহ ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

রবিবার ভোররাতে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

তারা সীমান্ত পার হয়ে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় অবস্থান করলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ৯ জন শিশু, ৫ জন নারী ও ৫ জন পুরুষ। আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার কাঠগিরি গ্রামের আব্দুল জলিলের মেয়ে মোমেনা খাতুন এবং তার

তিন ছেলে মোজাম্মেল হক (২৩), মোস্তাক আহমেদ (১৯) ও কাবিল (১১)। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার জয়মঙ্গল ১১ মাথা গ্রামের জালালউদ্দিনের ছেলে মইনুল ইসলাম, তার স্ত্রী কাঞ্চন বেগম এবং তাদের তিন সন্তান কারণ (১৪), রবিউল (৭) ও মরিয়ম (৪)। লালমনিরহাট জেলার সদর থানার চুঙ্গগাড়া গ্রামের মৃত গণেশ চন্দ্র পালের ছেলে নিতাই চন্দ্র পাল, তার স্ত্রী গীতা রানী পাল এবং তাদের তিন মেয়ে পার্বতী পাল (১৫), পূজা রানী পাল (৭) ও আরতী পাল (৩)। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার কুঠিচন্দ্রখানা গ্রামের খলিলের ছেলে আমিনুল ইসলাম, তার স্ত্রী পারুল এবং তাদের দুই মেয়ে আমেনা (৪) ও আরফিনা (১১ মাস)।

আটককৃতরা জানান, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে বসবাস করছিলেন।

প্রায় ছয়-সাত দিন আগে ভারতের হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলে রাখা হয়। পরে রবিবার ভোরে মুজিবনগরের সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশব্যাক করে বিএসএফ।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটককৃতরা কেদারগঞ্জ বাজারের বিআরটিসি কাউন্টারে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করে থানায় আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

ঝিনাইদহে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

টেইসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে ঝিনাইদহে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ভূমিকা

শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ মে) দিনব্যাপী সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালার আয়োজন করে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ট পর্যায় প্রকল্প।

সকালে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ট পর্যায়ের ঝিনাইদহের প্রকল্প সহকারী পরিচালক মৌসুমি সুলতানা।

সেসময় বক্তারা বলেন, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

তারা আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এমন প্রকল্পসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রকল্প শিক্ষক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মেহেরপুরে মা ও শিশু সহায়তা

কর্মসূচির বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরে “মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা- ২০২৪” বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, “সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ মাদার এন্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম (SIMCBP)” প্রকল্পের আওতায়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন। এতে সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, বিআরডিবি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের সচিব আজিম উদ্দিনসহ সদর উপজেলার সব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, উপকারভোগী নির্বাচন ও মনিটরিং পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা: হিটু শেখের মৃত্যুদণ্ড, খালাস ৩

মাগুরার আট বছরের শিশুর ধর্ষণ ও হত্যার মামলার রায় দিয়েছেন আদালত। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম জাহিদ হাসান এ রায় দেন।

আলোচিত এই মামলায় আসামি ছিলেন, শিশুটির বড় বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগম।

আদালত মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া মামলার অন্য আসামিরা- বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগমকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল আলোচিত মামলায় অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। ২৩ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় ২৭ এপ্রিল। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য দেন ২৯ জন। ছুটির দিন বাদে টানা শুনানি করে ১২ কার্যদিবসে শেষ হয় বিচার।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন, আসামির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, মেডিকেল অ্যাভিডেন্স ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আসামিদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর জানান, এ মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি, মেডিকেল রিপোর্ট, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এবং মামলার মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণ করতে পেরেছে।

ফলে একটি নিষ্পাপ শিশুকে যেভাবে অমানবিক পাশবিক নির্যাতনে হত্যা করা হয়েছে, তার জন্য আসামিদের আদালত সর্বোচ্চ সাজা দেবে, যা বাংলাদেশে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এর আগে জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাদীপক্ষের আইনজীবী বলেন, মাগুরায় আট বছরের শিশুর সঙ্গে বর্বর পাশবিক ঘটনায় সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মাগুরা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরাও এ ঘৃণ্য ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি জানায়।

মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে গত ৬ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয় শিশু আছিয়া। এ ঘটনার পর মাগুরাসহ সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গত ৮ মার্চ পুলিশের অভিযুক্ত এ চারজনকেই আসামি করে সদর থানায় মামলা করেন শিশুর মা আয়েশা আক্তার।

ধর্ষণের ঘটনার পর শিশুকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ফরিদপুর মেডিকেল এবং পরে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ মার্চ মারা যায় শিশুটি।

এ ঘটনার পর পুলিশের রিমান্ড চলাকালে মামলার মূল আসামি হিটু শেখ ১৫ মার্চ মাগুরার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। যেখানে এ ঘটনায় সে একাই জড়িত বলে স্বীকারোক্তি দেয়।

গত ১৩ এপ্রিল চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা মাগুরা সদর থানার ওসি (তদন্ত) আলাউদ্দিন সরদার শিশুটির মায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত চার আসামি আছিয়ার বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের শাশুড়ি জাহেদা বেগম, বোনজামাই সজীব শেখ ও সজীবের বড় ভাই রাতুল শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২৩ এপ্রিল চার্জ গঠনের মাধ্যমে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭ এপ্রিল থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে ২৭ এপ্রিল বাদীসহ তিনজনের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষীর কার্যক্রম শুরু হয়ে ৭ মে অষ্টম কার্যদিবসের মধ্যে সাক্ষ্য পর্ব শেষ হয়।

৮ মে আসামিদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া ১২ ও ১৩ মে যুক্তিতর্ক শেষে ১৭ মে রায় ঘোষণার দিন ধার্য করে আদালত।